Vol. 33 | No. 2 | 1990

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শ্রী চৈতন্যদেবের পূর্ববঙ্গ সফর

Volume	33
Issue	2
Year	1990
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ হুমায়ূন কবীর
Published online	February 1, 1990
DOI	10.62328/sp.v33i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v33i2.3
Pages	113-122
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

শ্রী চৈতন্যদেবের পূর্ববঙ্গ সফর

মুহম্মদ হুমায়ূন কবীর

বড় বড় জীবনী গ্রন্থে চৈতন্যদেবের পূর্ববঙ্গ সফর সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা নেই। তবে পূর্ববঙ্গ সফর করে তিনি অর্থ ও সম্মান লাভ করেছিলেন এ তথ্য পাওয়া যায়। বিদ্যাগর্বে গর্বিত দাম্ভিক নিমাই ব্যাকরণের ফাঁকি জিজ্ঞেস করে নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজকে উত্যক্ত করতেন। বৈষ্ণবরা তাঁকে আসতে দেখে পালিয়ে যেতেন। তখন তিনি নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত ছিলেন, চৈতন্যদেব হননি। পণ্ডিতসমাজ এবং বৈষ্ণবগণ তাঁকে ভয় করতেন ঠিকই, কিন্তু আন্তরিকভাবে হয়ত সম্মান করতে পারেননি। বায়ুরোগের পর তিনি কিছুটা শান্ত হন। সুস্থ হয়ে আনুমানিক ১৫০১-০২ খ্রীস্টাব্দের দিকে ১৫১/৬ বছর বয়সে বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন। পূর্ববঙ্গের প্রাচীন শ্রীহট্ট তাঁর পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী এমন কি আত্মীয়স্বজন প্রায় সকলেরই জন্মস্থান। তিনি পূর্ববঙ্গ সফর করেন—এটা ঐতিহাসিক সত্য হলেও বিস্তৃত বর্ণনা না পাওয়ার অন্য অনেক কারণ থাকতে পারে। প্রথমত তাঁর পূর্ববঙ্গ সফর-সঙ্গীদের কেউ জীবনী লিখেননি, দ্বিতীয়ত নবদ্বীপ বা পশ্চিমবঙ্গের জীবনী লেখকগণ হয়ত অভিমানে শ্রীহট্টের কথা লিখেননি অথবা বিস্তৃত তথ্য তাঁদের জানা ছিল না। অথচ তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি প্রথমে পূর্ববঙ্গ থেকেই আসে, আর্থিক স্বচ্ছলতাও লাভ করেন। পূর্ববঙ্গের তপনমিশ্র তাঁর প্রথম শিষ্য, যিনি পরে কাশীতে অবস্থান করেন। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গে পাওয়া সম্মান ও প্রতিপত্তিই পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য স্থানে তাঁর প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে।

অধুনালুপ্ত কিছু প্রাচীন গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত তথ্য—যা কিছু দুর্লভ প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে নিমাই পণ্ডিতের পূর্ববঙ্গ সফরের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেশ করা যায়।[১] সাম্প্রতিককালে

চৈতন্যদেবের পূর্ববঙ্গ সফর সম্পর্কে গবেষকদের কৌতূহল বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের পত্র-পত্রিকায় আলোচনা হওয়ায় ঐসব প্রাচীন তথ্যের গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নিমাই-এর একবার পূর্ববঙ্গ সফরের ক্ষেত্রে কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু কিছু প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে আমরা তাঁর দু'বার পূর্ববঙ্গ সফরের সংবাদ পাই। দ্বিতীয় বার শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ সফর কালে তিনি আসামে গিয়েছিলেন। যেসব অধুনালুপ্ত প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের পূর্ববঙ্গ ও আসাম সফর সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ :

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস', তাঁর সমসাময়িক রঘুনাথ দাস বৈদ্য রচিত 'স্বরূপচরিত', 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদয়াবলী' (সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থ), রামদয়াল বাগচী এম. ডি. রচিত 'গৌরাঙ্গ লীলা', গিরীশচন্দ্র ঘোষের 'চৈতন্য লীলা', মতিলাল রায়ের 'নিমাই সন্ন্যাস', নবীনচন্দ্র সেন রচিত 'অমৃতাভ', সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সন্ন্যাসী', কুমুদনাথ মল্লিক রচিত 'গৌরাঙ্গ' এবং 'লক্ষ্মীপ্রিয়া চরিত', চৈতন্যের সমসাময়িক ভট্টদেব কবিরত্ন রচিত 'সৎসম্প্রদায় কথা' এবং 'মনঃসন্তোষিনী' (লেখকের নাম জানা যায়নি)[২]।

উপর্যুক্ত গ্রন্থসমূহ এখন পাওয়া না গেলেও এর থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি কিছু প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া গেছে। তাছাড়া চৈতন্যদেবের বড় বড় জীবনী গ্রন্থেও এমন কিছু উদ্ধৃতি পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে তাঁর পূর্ববঙ্গ সফর সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়। নিম্নে এরূপ কিছু উদ্ধৃতি প্রদত্ত হলো :

১ অদ্যাপিও সেই ভাগ্যে সর্ববঙ্গ দেশে।
শ্রীচৈতন্য সংকীর্তন করে স্ত্রী-পুরুষে ॥
(চৈতন্য ভাগবত)

২ বঙ্গদেশী বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া ॥
(চৈতন্য ভাগবত)

৩ বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া ॥
(চৈতন্য ভাগবত)।

৪ নাম সংকীর্তন প্রভু নৌকা সাজাইয়া।
পার কৈল সব লোক আপনি যাচিয়া॥

(চৈতন্য মঙ্গল)

৫ কিছুদিন থাকি প্রভু ভাবিলা মনেতে॥
যাইতে হইল মোর শ্রীহট্ট দেশেতে।
পিতৃ জন্মস্থান পিতামহেরে দেখিয়া।
পদ্মাবতী তীরে ঝাট আসিব ফিরিয়া॥

(প্রেম বিলাস)

৬ প্রভুকে সঙ্গে করি লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী।
লইয়া গেলেন তিনি আপনার বাড়ী॥

(স্বরূপচরিত)

৭ লক্ষ্মীনাথে বরদিয়া প্রভু গৌরহরি।
কিছুদিন শ্রীহট্টেতে আসিলেন চলি॥
বরগঙ্গা গ্রামে প্রভু উত্তরিলা গিয়া॥

(প্রেম বিলাস)

৮ তব পিতামই কাছে এরূপ প্রতিজ্ঞা আছে
তোমাকে পাঠাতে তার ঠাঁই,
তথা যাইয়া একবার বাঞ্ছা পূর্ণ কর তার
তব কাছে এই ভিক্ষা চাই॥

(চৈতন্য বিলাস)

৯ হরি! হরি! একি সর্ব্বনাশ।
ক্ষেত্র নষ্ট হৈবে বলি কর ধর্ম নাশ॥

(শ্রীচৈতন্য রত্নাবলী)

১০ মধ্যাহ্নে তন্মুখীছুড়া গরেশচক্র ইরিধ্বনিম

(শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদয়াবলী)

১১ নিগদ্য যুগ ধর্ম্মদীন্ কৃষ্ণরূপং দ্বিধায় যঃ।
দর্শয়ামাস বৃন্দায়ে স্ব স্বরূপং দয়ানিধি॥

(শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াবলী)

১২ এতবলি মহাপ্রভু ডাকে রামদাস
দুই ভাই সঙ্গে চলে মাধব দাস।
এই নাম বিলাইব পুরব দিগেতে
জ্ঞানবর কল্যাণবর ডাকয়ে ত্বরিতে।
মোর আজ্ঞা বলবাপু পূরব দিগেতে
যারে তারে এই নাম বিলাও ভালমতে।

(প্রাচীন রসতত্ত্ব বিলাস)

১৩ রাজ আজ্ঞা লইয়া মিত্র পুত্রাদি সঙ্গে লইয়া
চৌদ্দশত পাচক শাকে প্রাচ্যে উত্তরিলা,
(রসতত্ত্ব বিলাস), ইত্যাদি।

লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করার পর নিমাই-এর দাম্পত্য জীবনের দু'বছর অতিবাহিত হয়েছে। সংসার কর্ম নির্বাহের জন্য নিশ্চয়ই টাকার প্রয়োজন। তাই অর্থনৈতিক প্রয়োজনে কিংবা পিতৃভূমির প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণে তিনি পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে বের হন। শিষ্য পরিবেষ্টিত নিমাই পণ্ডিত যখন পূর্ববঙ্গে প্রবেশ করেন তখন "পূর্ববঙ্গের শস্য-শ্যামল স্নিগ্ধশ্রী বিশাল বক্ষ নদীর উদ্দাম উচ্ছ্বাস বিশ্ব নিয়ন্তার এ বিচিত্র লীলা ক্ষেত্রে নিমাইর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। স্বপ্রকাশ রবি আপন প্রভাব লুকাইয়া রাখিতে পারিলেন না, কিরণজালে পূর্ববঙ্গ উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে পরিপ্লাবিত করিলেন। নবদ্বীপে যা লুক্কায়িত যাহা আচ্ছাদিত ছিল, পূর্ববঙ্গে তাহা ব্যক্ত হইল, প্রস্ফুট হইল।" ৩

তণ্ডির পুরের ঘাটে পদ্মার পার হয়ে তিনি পদ্মার বালুকাময় চর অতিক্রম করে গোপালপুরে উপনীত হন। পদ্মা-যমুনা সঙ্গমে স্নান তর্পণ করে ফরিদপুরে কিছুদিন বাণী বিতরণ ও সংকীর্তন করে বিক্রমপুরের 'নূরপুর'[৪] উপস্থিত হন। নূরপুরে কিছুদিন নিজস্ব টীকা-টিপ্পনীর ব্যাখ্যা দান কালে শিষ্যদের কেউ কেউ নবদ্বীপ ফিরে আসতে আগ্রহ প্রকাশ

করেন। কিন্তু তাঁর শ্রীহট্টের প্রতি আকর্ষণ দুর্নিবার হয়ে উঠলে তিনি সাথীদের পদ্মাতীরে প্রতীক্ষায় রেখে একাই এগিয়ে যান। শীঘ্রই তিনি ময়মনসিংহ জেলার সুবর্ন গ্রামে উপস্থিত হন। ওখান থেকে উত্তর পূর্বমুখী হয়ে লাঙ্গলবন্দে গিয়ে ব্রহ্মপুত্র শীতলক্ষ্যা-সঙ্গমে পুনরায় স্নানতর্পণ করেন। তিনি পঞ্চমী ঘাট দিয়ে পরশুরাম যজ্ঞস্থল ঘিঘাটে যান এবং এইভাবে প্রাচীন নগর এগার সিন্দুরে প্রবেশ করেন। তারপর ভিটাদিয়াতে লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং চারদিন ব্যাপী নাম সংকীর্তন করেন। এখান থেকেই পণ্ডিত নিমাই প্রপিতামহের বাড়ী বরগঙ্গায় উপস্থিত হন। নিমাইকে এ যাত্রা আর ঢাকাদক্ষিণ যেতে হল না। উপেন্দ্র মিশ্র সস্ত্রীক বরগঙ্গায় বেড়াতে এসেছিলেন, এখানেই তাঁদের সাথে তাঁর মধুর মিলন ঘটে। পিতামহী নাতিকে নিজ হাতে রান্না করে খাওয়ান। এমনকি একদিন অসময়ের (বারমাইয়া) একটি পাকা কাঁঠাল সংগ্রহ করে দেন। পিতামহের লিখিত তালপাতার চণ্ডী তিনি পূর্ণ করে দেন। বরগঙ্গায় তাঁর অবস্থান কালেই হঠাৎ উপেন্দ্র মিশ্রের মৃত্যু হয় এবং নিমাই নিজ হাতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। শোভা দেবীকে প্রবোধ দিয়ে নিমাই পদ্মা পারের শিষ্যদের নিয়ে দ্রুত নবদ্বীপে এসে জানতে পারেন যে লক্ষ্মীপ্রিয়ার সর্পদংশনে মৃত্যু ঘটেছে।

চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের দৃষ্টিতে সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য শান্তিপুর থেকে তীর্থ স্থানে ছাড়া আর কোথাও যাননি। কিন্তু কিছু গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে তিনি শান্তিপুর থেকে জসোড়ায় ও অম্বিকায় যান।[৫] তারপর শচীমাতার প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে পূর্ব বঙ্গের বুরুঙ্গা ও ঢাকাদক্ষিণ যান। শচী মাতার প্রতিবেশী চৈতন্যভক্ত জাগদীশ প্রতিজ্ঞা করে শান্তিপুরে না গিয়ে নাকি জসোড়ায় জগন্নাথ স্থাপন করে চৈতন্যকে পেতে আকাঙক্ষা করেন। ভক্তের টানে নাকি নিত্যানন্দসহ চৈতন্যদেব সেখানে উপস্থিত হন। জগদীশ-স্ত্রী দুঃখিনী আনন্দে আত্মহারা হয়ে গৌর-নিতাই এর জন্য পায়েস তৈরী করেন। বিহ্বলা দুঃখিনী নাকি গরম দুধ হাত দিয়েই আবর্তন করছিলেন। হঠাৎ জগদীশের পুত্র বিয়োগ ঘটে। শ্রীবাসেরও এইরূপ পুত্র বিয়োগ ঘটেছিল। কীর্তনের আনন্দ ভঙ্গ হওয়ার আশংকায় শ্রীবাস চৈতন্যকে যথাসময়ে তা জানাননি। জসোড়ায় তখন গৌরমূর্তি স্থাপিত হয়। অম্বিকার ভক্ত গৌরীদাসও নাকি অভিমান পূর্বক শান্তিপুরে যাননি। ভক্তের মনোবাসনা পূরণের

উদ্দেশ্যে নিত্যানন্দ সহ চৈতন্যদেব সেখানেও উপস্থিত হন। গৌরীদাস চৈতন্যকে অম্বিকায় বাস করতে বললে চৈতন্য নির্দেশ দেন :

নবদ্বীপ হতে নিম্ব বৃক্ষ আনাইবে।
মোর ভ্রাতাসহ মোরে নির্ম্মাণ করিবে ॥[৬]
(ভক্তি রত্নাকর)

যে নিম্ব বৃক্ষের নীচে সূতিকাগৃহে নিমাই জন্মগ্রহণ করেন সেই বৃক্ষের একখণ্ড কাঠ এনে অম্বিকায় গৌরনিতাই মূর্তি স্থাপন করা হয়। শ্রীচৈতন্যকে ঘিরে জগদীশ ও গৌরীদাসের কাহিনী অনেকের কাছেই প্রামাণিক বলে গণ্য হবে না। তবে গৌর-নিতাই এর জসোড়া-অম্বিকায় উপস্থিত হওয়া একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে।

শাশুড়ীর অভিলাষ পূরণার্থে শচীদেবীর নির্দেশে শ্রী চৈতন্যকে মাতুল বিষ্ণুদাসকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীহট্টে রওয়ানা হতে হল। পূর্ববঙ্গে এটা তাঁর দ্বিতীয় সফর। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি তাম্বুল ভক্ষণ বাদ দিয়ে আহারান্তে শুধু যে হরিতকী খণ্ড চর্বন করতেন তা বিষ্ণুদাস যোগান দিতেন। মুখডোবা নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে বিষ্ণুদাস পূর্বদিনের সংরক্ষিত হরিতকীর অর্ধাংশ বের করে দিলে তিনি বলেন—"এমন সঞ্চয় বুদ্ধি যাহার সে সন্ন্যাসীর সঙ্গী হতে পারে না।"[৭] বিষ্ণুদেব পরিত্যক্ত হলেন, কান্নায় কোন ফল হল না। পরে মুখডোবায় বিবাহ করে তিনি গৃহী হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য বুরুঙ্গায় উপস্থিত হয়ে একটি অশ্বত্থ তলে উপবেশন করেন। মধ্যাহ্নের খাঁ খাঁ রোদে রাম দাস নামে একজন কৃষক তখন জমি চাষ করছিল। নিরীহ গরু দু'টির কষ্ট দেখে তিনি রামদাসকে নিরস্ত হতে বললে সে জানায় যে জমি শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। অতএব তাকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু চৈতন্যের কান্না এবং ভাবমূর্তি লক্ষ্য করে নাকি রাম দাস নির্দেশ পালন করে ভক্তে পরিণত হয় এবং রামদয়াল নামে খ্যাত হয়। এখানে গৌরীকান্ত ও শ্রীগর্ভ নামে তাঁর আরও দু'জন ভক্ত জুটে। বুরুঙ্গা থেকে মহাপ্রভু ঢাকাদক্ষিণে উপস্থিত হন। 'মনঃ সন্তোষিনী' নামক গ্রন্থের বর্ণনা মতে তৎকালে বৃদ্ধার দুই পুত্র জীবিত ছিলেন। চৈতন্যের জ্যেষ্ঠতাত পরমানন্দমিশ্রের পত্নী সুশীলাদেবী তাঁকে দেখে ঘরে গিয়ে জরাতুর শোভা দেবীকে সংবাদ দেন। তিনি নিকটবর্তী 'কৈলাশ শৃঙ্গে' শিব ও 'অমৃতকুণ্ড'

দর্শন করেন। ঢাকাদক্ষিণে তিনি রাম দাস, মাধব দাস এবং জ্ঞানবর ও কল্যাণবর নামক ব্যক্তিদের নামোপদেশ দেন। এদের আধ্যাত্মিক প্রভাব শ্রীহট্ট-কাছাড়-ময়মনসিংহে প্রতিফলিত হয়। তাঁর ভ্রমণের পর ঢাকাদক্ষিণে গৌরাঙ্গ-কৃষ্ণমূর্তি স্থাপিত হয়।

শ্রী চৈতন্যদেবের দু'বার পূর্ববঙ্গ সফরের স্থানসমূহ নিম্নরূপ

প্রথমবার

নবদ্বীপ
|
পদ্মা পার
|
তণ্ডিরপুর ঘাট
|
পদ্মা-যমুনাসঙ্গম
|
ফরিদপুর
|
বিক্রমপুর-এর নূরপুর
|
সুবর্ণগ্রাম
|
লাঙ্গলবন্দ
|
শীতলক্ষ্যা-ব্রহ্মপুত্রসঙ্গম
|
পঞ্চমী ঘাট
|
পরশুরাম যজ্ঞস্থল ঘিঘাট
|
প্রাচীন নগর এগার সিন্দুর
|
বেতাল গ্রাম
|
প্রাচীন ভিটাদিয়া গ্রাম
|
বরগঙ্গা

দ্বিতীয়বার

শান্তিপুর
|
মুখডোবা
|
বুরুঙ্গা
|
ঢাকাদক্ষিণ
|
আসামের হাজতে
মাধবের মন্দির
|
বরাহকুণ্ডের উপরে
একটি গোফাতে অবস্থান
|
পরশুরাম কুণ্ড
|
ব্রহ্মকুণ্ড

শ্রীচৈতন্যদেব আসামে প্রবেশ করে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকুণ্ড, হাজতে অবস্থিত মাধবের মন্দির পরিদর্শন করে বরাহকুণ্ডের উপরে একটি গোফাতে অবস্থান করেন। তারপর পরশুরাম কুণ্ড হয়ে ব্রহ্মকুণ্ডে গমন করে স্নান করে পুনরায় মাধব মন্দিরে চলে যান। আসামে দামোদরের নামে দামোদরীয় সম্প্রদায় আছে। দামোদর মাধব দর্শন করতে এসে চৈতন্য-দর্শন লাভ করে ভক্তে পরিণত হন। দামোদরের অন্যতম প্রধান শিষ্য ভট্টদেব আসামী ভাষায় 'সৎ সম্প্রদায় কথা' নামক গ্রন্থ লিখেন। এইসব তথ্য এই গ্রন্থ থেকেই জানা যায়। অদ্বৈত আচার্যের জ্ঞান-মার্গীয় শিষ্য তৎকালীন আসামের ধর্মপ্রবর্তক শঙ্করদেব চৈতন্যদেবের সংবাদ পেয়ে দেরীতে হাজতে এসে সাক্ষাৎ পাননি।[৯] কথায় আছে, 'লোকে যা রটে তার কিছুনা কিছু সত্য হয় বটে'। এক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয়বার ঢাকাদক্ষিণ সফর কিংবা আসামে গমন অলীক বলে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই।

প্রাচীন শ্রীহট্ট জেলার ঢাকাদক্ষিণে চৈতন্যের পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রের বাড়ী। অদ্যাবধি এই বাড়ীটি 'ঠাকুর বাড়ী' বিশেষ করে 'চৈতন্যের বাড়ী' নামেই পরিচিত। পাঠান আমলের দেওয়ান গোলাব রায় ছোট ছোট কয়েকটি মন্দির তৈরী করে চৈতন্যদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।[১০] এখনও মন্দিরে যথারীতি পূজা হয়, প্রতি বৎসর মেলা বসে এবং পুকুর পাড়ে রথ টানা হয়।[১১] উপেন্দ্র ও শোভাদেবীর সাতটি পুত্রের মধ্যে তৃতীয় পুত্র জগন্নাথ মিশ্র উচ্চ শিক্ষার জন্য নবদ্বীপে গমন করেন। প্রতিভাবান জগন্নাথ নবদ্বীপে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি হিসেবে 'মিশ্র পুরন্দর' উপাধি লাভ করেন। নবদ্বীপের বেলপুকুরিয়া পল্লীতে বসবাসরত অপর একটি শ্রীহট্টবাসী পরিবারের কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করে জগন্নাথ নবদ্বীপের অধিবাসী হয়ে যান। চৈতন্য ভাগবতে চৈতন্যের পূর্ববঙ্গ সফরের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে, বর্ণনা নেই। অপরদিকে চৈতন্যমঙ্গল, প্রেমবিলাস, স্বরূপচরিত, শ্রীচৈতন্যবিলাস, শ্রীচৈতন্য রত্নাবলী, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদয়াবলী, প্রাচীন রসতত্ত্ববিলাস সহ অনেক প্রাচীন গ্রন্থে পূর্ববঙ্গ সফরের বর্ণনা আছে। তার পিতৃভূমি ঢাকাদক্ষিণ (বর্তমানে গোলাপগঞ্জ উপজিলা) তাঁর স্মৃতির (মন্দির-মূর্তি) কারণেই বিখ্যাত তীর্থস্থান। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের দু'বার পূর্ববঙ্গ ও আসাম সফর অমূলক নয়, বিশেষ

করে পিতৃভূমি ঢাকাদক্ষিণ সফরের ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ নেই। তিনি ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দের জুন বা জুলাই মাসের ২৯ তারিখে নীলাচলে মৃত্যুবরণ করেন।[১২]

তথ্যনির্দেশ

১ শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, শ্রী গৌরাঙ্গের পূর্বাঞ্চল পরিভ্রমণ বা আসাম ও ঢাকাদক্ষিণ লীলা প্রসঙ্গ, প্রকাশক শ্রী কুমুদবন্ধু রায়, এম. এ., চাতলাপুর, ত্রিপুরা, অলইন্ডিয়া পাবলিশিং কোঃ লিঃ, ৩০ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা, প্রকাশকাল ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, ফাল্গুনী পূর্ণিমা। মূল্য ।৵ আনা মাত্র।

২ এই গ্রন্থগুলো এখন আর পাওয়া যায় না। তবে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এইসব গ্রন্থ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। বিশেষ করে শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরীর উপর্যুক্ত গ্রন্থে এবং শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ১ম ও ২য় খণ্ডে এইসব গ্রন্থ বিষয়ে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়।

৩ শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪,১৫

৪ 'নূরপুর' গ্রাম অনেক পূর্বেই পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়েছে।

৫ জগদীশচরিত্রবিজয় গ্রন্থ, পদকল্পতরু, ভক্তিরত্নাকর, প্রাচীন সুবল মঙ্গল গ্রন্থ প্রভৃতিতে এই তথ্য পাওয়া যায়।

৬ শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯ থেকে উদ্ধৃত।

৭ শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধির পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৮ 'ঢাকাদক্ষিণ' থেকে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যদেবের পাঁচশত বছর পূর্তি উদযাপন কমিটির স্মারক পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

৯ শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী, পূর্বোক্ত।

১০ ঢাকা দক্ষিণ থেকে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যদেবের পাঁচশত বছর পূর্তি উদযাপন কমিটির স্মারক পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

১১ এ ব্যাপারে 'ঢাকাদক্ষিণ' বাজারের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং চৈতন্যের বাড়ীর মন্দিরের পুরোহিতের সাথে আমাদের আলাপ হয়েছে।

১২ ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; ২য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৯৬, ২০৭।